অনলাইন সংস্করণ
প্রথম আলো

ঢাকা, রোববার, ১৩ এপ্রিল ২০০৮, ৩০ চৈত্র ১৪১৪, ৬ রবিউস সানি ১৪২৯
বর্ষ ১০, সংখ্যা ১৫৭, আপডেট : বাংলাদেশ রাত ৩টা ০৫ মিনিট

এ সংখ্যায় থাকছে
- প্রথম পাতা
- শেষ পাতা
- সম্পাদকীয়
- খোলা কলম
- সারা দেশ
- বিশাল বাংলা
- সারা বিশ্ব
- খেলাধুলা
- বিনোদন
- পড়াশোনা
- কম্পিউটার প্রতিদিন
- চিঠিপত্র
- অর্থ ও বাণিজ্য

ফিচার পাতা
- ঢাকায় থাকি
- স্টেডিয়াম

আইন অধিকার

পুলিশ অধ্যাদেশেরও রোডম্যাপ জরুরি
এ এস এম শাহজাহান

সাবেক আইজি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

একটি পরাধীন দেশের উপযোগী, গণবিমুখ ও ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি অনুগত পুলিশ বাহিনী তৈরির জন্য ১৮৬১ সালে পুলিশ অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছিল। সেখানে জনগণের প্রতি পুলিশের কোনো দায়বদ্ধতা, মানবাধিকার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা হয়নি। সে ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত অধ্যাদেশেপুলিশ কর্তৃক সমাজ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে একটি কার্যকরী পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। ‘বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ-২০০৭’ নিয়ে খসড়া প্রণয়ন কমিটির সভাপতি সাবেক আইজি এ এস এম শাহজাহানের সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন শাহীন ফজলুল করিম।

?ঃপুলিশ অধ্যাদেশ-২০০৭ সংক্রান্ত খসড়াটি বর্তমানে কোন অবস্থায় রয়েছে?
?ঃঃ‘বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ-২০০৭’ নামের খসড়াটি আমরা প্রায় আট মাস আগে সরকারের কাছে জমা দিয়েছি। ওটা সম্ভবত এখন স্বরাষ্ট্র কিংবা আইন মন্ত্রণালয়ে রয়েছে। এ ব্যাপারে দেশব্যাপী জনমত গ্রহণের কাজও চলছে। আশা করছি শিগগিরই পুলিশ অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত হবে। যার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক আমলের পুলিশিব্যবস্থার পরিবর্তে একটি আধুনিক ও গণমুখী পুলিশ আইনের সূচনা হবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, অধ্যাদেশটি হয়তো চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
?ঃসাম্প্রতিক সময়ে ডিসিদের সম্মেলন থেকে বলা হয়েছে যে পুলিশ অধ্যাদেশের ব্যাপারে পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। আপনি কী মনে করেন?
?ঃঃএই সরকার অনেক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা নির্বাচিত সরকারগুলো করেনি। আমি মনে করি,

বিজ্ঞান প্রজন্ম
আইন অধিকার
Alokito Dokkin
Alokito Uttor
আলোকিত চট্টগ্রাম
893
বাংলা না এলে
এ পর্যন্ত পড়েছেন
৩৪৫৪৫৪
জন পাঠক
SYDNEY PHONE CARD.com.au

সংস্কারের দ্বারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা কোনো দিনই সংস্কারের পথে অগ্রসর হবে না। যদি এটাকে দায়িত্ব হিসেবে দেখা হয়, তাহলে এর দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত বা বাধাগ্রস্ত হবে না। যারা এই আইনের বিরোধিতা করে, তারা মনে করতে পারে এর দ্বারা তাদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ন হবে এবং ক্ষুদ্র স্বার্থে পুলিশকে ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু এই সরকার যেহেতু এতগুলো সংস্কার করেছে, তাই এই পুলিশ আইনটিও পাস করে যাবে। আমাদের প্রচলিত পুলিশ আইনটি ১৮৬১ সালের। এবং তা পুরোপুরিভাবে আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বর্তমান আইনে মানবাধিকারসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অনুপস্থিত। সেসব দিক বিবেচনায় যদি এই নতুন আইনটি পরবর্তী সরকারের জন্য রেখে যাওয়া হয়, তাহলে এটা আর কোনো দিনই হবে না। প্রস্তাবিত আইনটি যেকোনো রকমের মৌলিক সংস্কারের ভিত্তি।

?ওই সম্মেলন থেকে বক্তব্য এসেছে যে প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশটি জারি হলে পুলিশ আরও বেশি স্বৈরাচারী ও একনায়ক হয়ে উঠতে পারে।

?এ জাতীয় বক্তব্য মোটেই সঠিক নয়। আপনি বলতে পারেন বরং পুলিশের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্যই এই নতুন পুলিশ আইনটি করা হচ্ছে। এখানে পুলিশের জবাবদিহি শুধু পুলিশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাইরেও জবাবদিহি বৃদ্ধি করার জন্য পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কথাও বলা হয়েছে, যেখানে বিশেষ ট্রাইব্যুনালও থাকছে। যে কেউ এর খসড়াটি দেখলে তা সহজেই বুঝতে পারবে। আমি আশা করব যে তারাও গণস্বার্থে বর্তমান সরকারের এই সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি রক্ষাকবচ হিসেবে এ আইনটি প্রতিষ্ঠিত করে গেলে তা প্রশাসনের জন্যও মঙ্গলজনক হবে। আর ভবিষ্যতে জনগণের জন্য তো মঙ্গল হবেই এবং পুলিশ ও জনগণ অনেক কাছাকাছি চলে আসবে। এই অধ্যাদেশটির মাধ্যমে জনগণের সব গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং যথাযথ সংরক্ষণকে পুলিশের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

?পুলিশ বিভাগের কেউ কেউ মনে করছেন, নতুন আইনটি যাতে না হয়, সে জন্যই নানা জটিলতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

?কানো একটা মহল থেকে এ জাতীয় চেষ্টা করা হতে পারে। আমরা মনে করি, বর্তমান সরকার জনস্বার্থে বেশকিছু ভালো আইন করেছে। তাই আশা করছি, জনস্বার্থে এই আইনটির ব্যাপারেও দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে। পুরোনো পুলিশ আইনটিতে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। অথচ প্রস্তাবিত আইনটিতে মানবাধিকারের কথা বলা আছে। পাশাপাশি জনগণের কাছে পুলিশের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পুলিশ আইনটি বর্তমান সরকারের সময়ে করাই উত্তম সময়। যত দ্রুত সম্ভব খসড়াটিকে আইনে পরিণত করা খুবই জরুরি। কারণ অতীতে আমরা দেখেছি, কোনো রাজনৈতিক সরকার এ জাতীয় কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ভবিষ্যতে করবে, সে ব্যাপারেও ততটা আশাবাদী হওয়া মুশকিল। তা ছাড়া রাজনৈতিক সরকারগুলো পুলিশ বাহিনীকে দলীয় স্বার্থেই বেশি ব্যবহার করেছে। আশা করছি, নতুন আইনটি হলে পুলিশ প্রশাসনের ওপর রাজনৈতিক খবরদারি অনেকটা কমে আসবে।

?পুলিশ অধ্যাদেশটি জারির ক্ষেত্রে কি একটা অনিশ্চিত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে?

?কানো কিছু অতিরিক্ত বিলম্ব হলে ব্যাপারটা অনিশ্চয়তার দিকেই কিছুটা চলে যায়। সবকিছুর রোডম্যাপ থাকলে এটার রোডম্যাপ থাকবে না কেন? এ জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত। কমিটি প্রায়আট মাস আগে খসড়া জমা দিয়েছি এবং পরবর্তীতে বেশ কয়েক মাস আগে আইনটির বাংলাও করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটার

ব্যাপারে আর খুব বেশি বিলম্ব করা উচিত হবে না। কিন্তু এখানে অঢেল সময় দেওয়া হলে তার অর্থ হবে কোনো মহল থেকে এটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা বলে প্রতীয়মান হতে পারে।

?সাম্প্রতিক সময়ে এ আইনের ব্যাপারে পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়েছে, যেখানে ভূমি মন্ত্রণালয়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

?যত কমিটিই হোক না কেন, তাতে আমার বা আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমার কথা হলো এ আইনটির জনমত গ্রহণ বা যাচাই-বাছাই করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হোক। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবে যদি এটাকে বিলম্ব করা হয়, সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। আর ভূমি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্তিতে তেমন কোনো সমস্যা নেই। তা ছাড়া এতে কোনো ক্ষতিরও কিছু নেই; তবে এর প্রয়োজন যে খুব বেশি ছিল, তা আমার মনে হয় না। কমিটির পর কমিটি করে সবকিছু বিলম্বিত করা হচ্ছে। এতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

?খসড়া আইনে পুলিশ কর্মকর্তাদের অযাচিত বদলি কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের তদবিরের ব্যাপারে কিছু বলা আছে?

?হ্যাঁ, খসড়ায় বলা আছে পুলিশ কর্মকর্তাদের বদলি কিংবা পদোন্নতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে জাতীয় পুলিশ কমিশন। আর এ কমিশনটি গঠিত হবে ১১ জন সদস্য নিয়ে। তাঁরাই পুলিশ বাহিনীর সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। এর ফলে কোনো একক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা থাকবে না। ইচ্ছামতো বদলি কিংবা পদোন্নতি দেওয়ার সুযোগ থাকছে না। আর প্রস্তাবিত আইনটিতে এটাও বলা আছে যে কোনো ধরনের তদবির সেটা লিখিত, মৌখিক বা ফোনে-যেভাবেই হোক না কেন, তা ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। উচ্চ পর্যায়ের পুলিশ অফিসারকে দুই বা তিন বছরের আগে খেয়ালখুশিমতো বদলি করা যাবে না। তবে কমিশন চাইলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে করা যাবে।

?পুলিশ বাহিনীকে কীভাবে দেখতে চান?

?আমি জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি পুলিশ বাহিনী প্রত্যাশা করি। বর্তমানে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে যে অবিশ্বাসের দেয়াল আছে, এ দেয়ালটা যেন না থাকে। আর এ জন্যই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিশ্বাস। জনগণ যদি পুলিশকে বিশ্বাস করতে পারে, তখন পুলিশও জনগণকে বিশ্বাস করবে। যে দিন পুলিশ সম্পর্কে জনগণের বিশ্বাস ফিরে আসবে, সেই দিনই পুলিশ সংস্কারের উদ্দেশ্য সফল হবে। পুলিশকে হতে হবে নিরাপত্তার প্রতীক আর থানা হবে নিরাপদ আশ্রয় স্থানের প্রতীক। তা ছাড়া যে কথাটি আমি সব সময় বলে এসেছি আজও তা-ই বলব যে আমি ‘রাষ্ট্রীয় পুলিশ চাই, সরকারি কিংবা দলীয় পুলিশ নয়।’

+ সংবাদ শিরোনাম | প্রিন্ট করুন | ? বাংলা না এলে

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.

Copyright 2005, All rights reserved by **Prothom-Alo.com**